প্রবেশ নিষেধ

কাইউম পারভেজ

রাত সেদিন মধ্যরাত থেকেই থেমে গেল
ঝিঁ ঝিঁ পোকারাও নিশ্চুপ
ধানমন্ডির লেকের স্রোত নাচতে ভুলে গেলো
মুয়াজ্জিনের আজানের ধ্বনি ততক্ষণে মিলিয়ে গেছে বারুদের নিনাদে
আর এক মহাপ্রলয় সেদিন বত্রিশ নম্বরে সমাগত।
কি আশ্চর্য্য মানুষ এক আপনি-
সামনা সামনি মৃত্যুকে দেখছেন - যদিও প্রথম নয়
আপনি বললেন - তোরা কি চাস?
আপনি তখনো কি জানতেন
বত্রিশ নম্বর হবে আরেক কারবালা প্রান্তর।
এ প্রান্তরে জীবনাবসান হবে এক পরিবারের।
গনতন্ত্র সমাজতন্ত্র আর মানবাধিকারের হবে নির্বাসন।
মূক বধির অন্ধ হয়ে যাবে একটি জাতি একটি ভূখন্ড।

অর্ধশতক পর সে জাতি সে ভূখন্ড এখন “উন্নত মম শির”।
সবার হৃদয়ে এখন আপনি -
সবুজ ফসলের জমিনে লাল সূর্য্য হয়ে
ঝিলের বুকে শুভ্র শাপলা হয়ে।

ভালই তো ছিলেন গোপালগঞ্জের খোকা আর শ্যাখ সাহেব হয়ে
কেমন করে কখন যে হয়ে উঠলেন
আন্তর্জাতিক নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
শোষিত নিপীড়িত মানুষের বিশ্বনেতা?
ইয়াংকীরা ভীত সন্ত্রস্ত হায়নার মত।
ওদের সাথে যোগ হলো অতৃপ্ত সুবিধাভোগী কুলাঙ্গার সারমেয়রা।
এক ঢিলে শতক পাখি.....
দেশ হারালো তার প্রাণপাখি।
লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতা ছিনতাই হয়ে যায়।

আপনি বরং থাকতেন টুঙ্গিপাড়ার খোকা আর শ্যাখ সাহেব হয়ে
থাকতেন হাসুর আব্বা হয়ে
রেহানা কামাল জামাল রাসেলের অতি প্রিয় বাবা হয়ে
থাকতেন সবার বঙ্গবন্ধু হয়ে
বিশ্বের নয় থাকতেন যদি শুধুই আমাদের হয়ে
অন্য এক ইতিহাস লেখা হতো পনেরো আগস্টে।

আমার প্রাণের মুজিব থাকবে আমার প্রাণে
ওখানে পনেরো আগস্টের প্রবেশ নিষেধ ।